এইসময়
সংবাদপত্র

ক থা স রি ৎ

যেখানে আনন্দ সেখানেই প্রেম এবং যেখানেই প্রেম সেখানেই আনন্দ। আনন্দ ভিন্ন প্রেম হয় না এবং প্রেম ভিন্নও আনন্দ নাই।

— অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ

আগামী

আন্তর্জাতিক অর্থনীতির ভাগ্যাকাশে আবার অনিশ্চয়তার ঘনঘটা। বিশেষত মার্কিন ফেডারেল রিজার্ভ-এর চেয়ারম্যান জেরোম পাওয়েল-এর একটি মন্তব্যের পর উদ্বেগ আরও বেড়েছে। তাঁর মন্তব্যটির বিষয় ছিল মুদ্রাস্ফীতি। তিনি জানিয়েছেন যে খুব শীঘ্রই সমস্যাটি মিটবে না, এবং মার্কিন কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের কাছে এই সংকট মোকাবিলার যে হাতিয়ারগুলি আছে, সেগুলি আরও সুদৃঢ় ভাবে ব্যবহার করতে হবে। আন্তর্জাতিক বাজার এটিকে একটি অশনি সংকেত হিসেবেই দেখছে, কারণ তাদের মতে উল্লিখিত মন্তব্যটির নিহিতার্থ হল, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সুদের হার বৃদ্ধির কৌশলটি বজায় রাখবে, যার ফলে বৃদ্ধির হার শ্লথ হতে পারে। এর প্রভাব পড়েছে ভারতেও। এক দিকে যেমন ডলারের তুলনায় টাকার দাম আরও কমছে, অন্য দিকে শেয়ারবাজারের কিছুটা পতন লক্ষ করা গিয়েছে। আন্তর্জাতিক অর্থনীতির পরিস্থিতি এই মুহূর্তে কিছুটা অদ্ভুত। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে মন্দার পূর্বাভাস স্পষ্ট কারণ উপর্যুপরি দু'টি ত্রৈমাসিকে জাতীয় উৎপাদন সংকুচিত হয়েছে। ইউরোপ ও জাপান থেকেও যে ইঙ্গিত পাওয়া যাচ্ছে, তা আশাপ্রদ নয়। অথচ এই দেশগুলিতে কর্মনিযুক্তিতে কোনও হ্রাস লক্ষ করা যাচ্ছে না। অন্য দিকে ভারত সার্বিক চাহিদা কম হওয়া সত্ত্বেও মুদ্রাস্ফীতির সংকটে জেরবার। সম্প্রতি মূল্য সূচক কিছুটা কমলেও বিপদ এখনও কাটেনি।

মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে আনার জন্য রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া একাধিক বার সুদের হার বাড়িয়েছে। সম্প্রতি মুদ্রাস্ফীতির হার কিছুটা কমেছে বটে, কিন্তু এই প্রবণতা কতটা দীর্ঘস্থায়ী, তা সময়ই বলবে। এটি মনে রাখা দরকার, ভারতে পণ্য ও পরিষেবার মূল্যবৃদ্ধি অতিরিক্ত চাহিদার জন্য নয়, তার মূল কারণ হল জোগানের ক্ষেত্রে বহুবিধ বাধা। সে ক্ষেত্রেও পরিস্থিতি আশানুরূপ নয়। আন্তর্জাতিক বাজারে জ্বালানি তেলের দাম আবার বাড়তে শুরু করেছে। এখনও পর্যন্ত যা পরিসংখ্যান পাওয়া গিয়েছে, তাতে ধান ও ডালের উৎপাদনে ঘাটতি পরিলক্ষিত। বৃষ্টিপাত স্বাভাবিক না হলে কৃষিক্ষেত্র নিয়ে উদ্বেগ আরও গভীরতর হবে। এটি মোটের উপর নিশ্চিত ভাবে বলা যায় যে আগামী দিনগুলিতে আন্তর্জাতিক আর্থিক বাজারেও দোলাচল বজায় থাকবে। এমত পরিস্থিতিতে সুদের হার সমস্যা মোকাবিলার একটি অস্ত্র হতে পারে, কিন্তু একমাত্র অস্ত্র নয়। মুদ্রানীতি ও রাজস্বনীতির আরও উদ্ভাবনী প্রয়োগ জরুরি।

ক্রমবর্ধমান

বর্ষার মরশুমে দক্ষিণ বঙ্গে পথদুর্ঘটনার সংখ্যাবৃদ্ধি স্বাভাবিক ঝুঁকির অংশ। পিচ্ছিল এবং অনেক সময়ই খানাখন্দে ভরা রাস্তায় সব দুর্ঘটনার জন্যই অমনোযোগী চালককে দোষ দেওয়া যায় না, আবার, কখনও বৃষ্টিপাতের পরিমাণ এমনই বেশি হয় যে যতই রাস্তা সারানো হোক না কেন, তা ভেঙে ধুয়ে যায় সারিয়ে তোলার আগেই। গত দশ দিনে কলকাতা শহর এবং পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে পথ দুর্ঘটনার সংখ্যাটি পঁয়ত্রিশ ছাড়িয়েছে, এবং আগামী কিছু দিন তা না বাড়লেই হয়তো আশ্চর্যজনক বিবেচিত হবে। এই দুর্ঘটনাগুলির অর্ধেকই জাতীয় সড়কে বড় আকারে হয়ে থাকে, এবং প্রাণ হারানোর ঘটনাও সেখানে অনেক বেশি। শহরে খাদ্য থেকে সমস্ত নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিষই আমদানি করতে হয়, অতএব সময় মতো তা পৌঁছে দেওয়ার চাপ চালকদের ওপর থাকেই। মালবাহী বড় গাড়ির চালকদের ওপর পণ্য পরিবহনকারী সংস্থা ছাড়াও আমদানিকারক সংস্থা, ব্যক্তিগত প্রয়োজনে গাড়ি ভাড়া নেওয়া ব্যবসায়ী এবং সরকারি সংগঠনের চাপ আন্দাজ করা কঠিন নয়। বিশেষ সময়ে শহরে ঢোকা এবং বেরনো নিয়ন্ত্রিত হয় বলে চালকরা কখনওই চাপমুক্ত হন না। সম্প্রতি সলপ মোড়ের কাছে এক ম্যাটাডোর চালক স্টিয়ারিং হাতে ঘুমিয়ে পড়লে গাড়িটি দুর্ঘটনাগ্রস্ত হয় এবং দু'জন খালাসি মারা যান। এই ক্লান্তিজনিত মৃত্যুগুলি বহু মানুষকে অসহায় করে তোলে।

অ সং খ্যা

১৩৩০৬৬২

(তেরো লক্ষ ত্রিশ হাজার ছ'শো বাষট্টি) — ২০২২ সালে সিবিএসই দ্বাদশ শ্রেণির পরীক্ষায় উত্তীর্ণ পরীক্ষার্থীর সংখ্যা। সূত্র: সিবিএসই

দি ন কে দি ন

৩১ অগস্ট

১৮৭০: ইতালিয়ান চিকিৎসক ও শিক্ষাবিদ মারিয়া মন্তেসরি জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর নির্মিত শিক্ষাপদ্ধতি 'মন্তেসরি শিক্ষাপদ্ধতি' বর্তমানে সারা বিশ্বে প্রচলিত।

১৯৯৭: গ্রেট ব্রিটেনের যুবরানি ডায়না স্পেনসার ফ্রান্সের প্যারিস শহরে মোটর দুর্ঘটনায় প্রয়াত হন। ১৯৮১ সাল থেকে আমৃত্যু তিনি যুক্তরাজ্যের যুবরাজ্ঞী ছিলেন।

অতীন্দ্রিয়

স্বামী সারদানন্দ

বো ধি বৃ ক্ষ

কোন বিষয়ে সন্দেহ করব না? যে যা বলে তাই চোখ কান বুজে বিশ্বাস করব? না, তা করতে হবে না। সত্যলাভ করব— এই দৃঢ় সঙ্কল্প করে শ্রদ্ধার সহিত সকল বিষয় অনুশীলন কর এবং যতক্ষণ না সম্পূর্ণরূপে বুঝতে পার, সকল বিষয় পরীক্ষায় মিলিয়ে পাও, ততক্ষণ নানাপ্রকার প্রশ্ন ও চেষ্টাদি করো। উহাকে সংশয় বা সন্দেহ বলে না। পরীক্ষা না করেই কোন বিষয় মিথ্যা বলে ধারণা করা এবং অগ্রাহ্য করাই এস্থলে সংশয় শব্দের অর্থ। উহা না করলেই হল। আর এক কথা, শাস্ত্র বলেন আপ্তাবস্থা অর্থাৎ যে অবস্থা লাভ কলরলে মানব জ্ঞানের চরম সীমায় উপস্থিত হয়ে অতীন্দ্রিয় পদার্থের দর্শনে সমর্থ হয়— অপরের জানবার বিষয় নয়। উহা সর্বতোভাবে স্বসংবেদ্য। যাঁর হয়েছে, তিনিই জানতে ও বুঝতে পারেন। একথা সত্য বটে, কিন্তু শাস্ত্র একথাও বলেন যে, আপ্তপুরুষের বাহ্যিক প্রকাশ দেখলে তাঁর উচ্চ প্রকৃতির বিষয় আমরা জানতে পারি এবং তাঁদের অনুভবাদির আলোচনাই যে অজ্ঞ মানবের তদাবস্থা-লাভের প্রধান সহায়, একথা পতঞ্জলি প্রভৃতি ঋষিকুল একবাক্যে স্বীকার করে গেছেন। তবে যতদিন না আমাদের তদবস্থা-লাভ হবে, ততদিন যে আমরা তাঁদের মানসিক গঠন ও কার্যপ্রণালী সম্পূর্ণরূপে বুঝতে পারব না এ কথায় আর সন্দেহ কি? শ্রীকৃষ্ণ-বুদ্ধপ্রমুখ অবতারকুলের জীবনানুভব আবার আপ্ত-পুরুষাপেক্ষাও সমধিক বিচিত্র এবং উচ্চভূমিকারূঢ়। ('গীতাতত্ত্ব ও ভারতে শক্তিপূজা' থেকে গৃহীত)

সুপ্রিম কোর্টের নিষেধ সত্ত্বেও যৌন হেনস্থার জামিনের ক্ষেত্রে নানা আদালত অদ্ভুত নরম মনোভাব নিয়েছে

অশ্লীল কারে কয়, সে কি কেবলই পোশাকময়!

কেরালা থেকে পশ্চিমবঙ্গ, সর্বত্রই নারী কী পোশাক পরবেন, তা আর তাঁর ব্যক্তিগত অধিকার থাকছে না। অপরাধের শিকার হয়েও কাঠগড়ায় মহিলারাই। লিখছেন **শাশ্বতী ঘোষ**

আইস্টক

কেউ যদি তথাকথিত 'উত্তেজক' পোশাক পরেন, তা হলে তাঁর আনা যৌন হেনস্থার অভিযোগটি মান্য করা হবে কি? কেরালার কোঝিকোড-এর দায়রা আদালতের বিচারক এস কৃষ্ণকুমার মনে করেন 'না'। তাই কেরালার নামকরা লেখক ও সমাজকর্মী সিভিক চন্দ্রন যৌন হেনস্থায় অভিযুক্ত হয়ে আগাম জামিনের জন্যে আবেদনের সঙ্গে অভিযোগকারিণীর সমাজমাধ্যমের কিছু 'স্বল্পবসনা' ছবি দিয়েছিলেন। বিচারক আবেদন মঞ্জুর করার সঙ্গে সঙ্গে বললেন যে সিভিক চন্দ্রনের বয়স (বর্তমানে সত্তরোর্ধ্ব), শারীরিক প্রতিবন্ধকতা, সামাজিক অবস্থানের নিরিখে তিনি অভিযোগকারিণীর শরীরে অবাঞ্ছিত স্পর্শ করেছেন, এটা বিশ্বাসযোগ্য নয়।

বারংবার অভিযোগ

এই রায় এবং মন্তব্য সারা ভারতজুড়ে আলোড়ন ফেলল। শুধু কেরালা নারী কমিশনের সভানেত্রী কে. সাথিদেবী, জাতীয় মহিলা কমিশনের সভানেত্রী রেখা শর্মা, দিল্লি নারী কমিশনের সভানেত্রী স্বাতী মালিওয়াল নন, এমনকী বৃন্দা কারাট, সুভাষিণী আলি— সবাই এক বাক্যে এই রায় এবং এই মন্তব্যে তীব্র আপত্তি জানালেন। সাধারণ মানুষও প্রতিবাদে উত্তাল হলেন। তখনই সামনে এল এই বিচারকই, এক তরুণী দলিত সাহিত্যিকের বই প্রকাশের সময় সিভিক চন্দ্রন ওই তরুণী লেখিকাকেই যৌন হেনস্থা করেছেন বলে অভিযোগ ওঠায় তিনি তখনও আগাম জামিন মঞ্জুর করে বলেন, বয়স, শারীরিক প্রতিবন্ধকতা, অভিযোগকারিণীর উচ্চতা হিসেব করলে এই অভিযোগ বিশ্বাস্য বলে মনে হয় না। আরও বলেন, সিভিক চন্দ্রন নিজে যেহেতু একজন 'বর্ণবাদবিরোধী' সক্রিয় সমাজকর্মী, তাই তিনি অভিযোগকারিণী শিডিউল্ড কাস্ট জেনে তাকে অবাঞ্ছিত ভাবে স্পর্শ করবেন না। দলিত লেখিকার অভিযোগ দায়ের হয় ১৭ জুলাই ১৭, ২০২২ তারিখে, আগাম জামিন মঞ্জুর হয় ২ অগস্টে। অন্য অভিযোগটি দায়ের হয় ২৯ জুলাই, আগাম জামিন মঞ্জুর হয় ১২ অগস্ট।

কেন বিচারক ভাবলেন না যে এই ব্যক্তিটি হয়তো স্বভাবতই সুযোগসন্ধানী? বয়স এবং সামাজিক অবস্থানের জন্যে আগে অন্য মেয়েরা প্রকাশ্যে আসতে সাহস পায়নি, এবারে প্রথম মেয়েটি অভিযোগ করেছে জানতে পেরে দ্বিতীয় মেয়েটি হয়তো অভিযোগ জানানোর সাহস সংগ্রহ করে উঠতে পেরেছিল। মনে পড়ে প্রথম 'মি টু'র অভিযুক্তদের তালিকা? সেখানে নামী অধ্যাপক, সমাজকর্মী থেকে এনজিও কর্মী, সব ক্ষেত্রের মানুষই তো ছিলেন। কারণ দ্বিতীয় অভিযোগকারিণী, যাঁর 'স্বল্পবাস' চিত্র দিয়ে আগাম জামিনের আবেদন করা হয়, তাঁর ক্ষেত্রে যৌন নিগ্রহের ঘটনাটি ঘটে ২০২০ সালের ফেব্রুয়ারিতে। 'এত দিন পরে' কেন অভিযোগ দায়ের হয়েছে, এই প্রশ্ন বিচারক করেছেন এবং উত্তরে তিনি যে সন্তুষ্ট হননি, সেটা তাঁর মন্তব্যেই মালুম।

কেউ তাঁর ব্যক্তিগত পরিসরে কী পোশাক পরবেন, কী ছবি দেবেন, সেটা কোনও ব্যক্তির একান্ত ব্যক্তিগত অধিকার আর থাকছে না। তাই এক অধ্যাপিকার ইন্সটাগ্রামের সাঁতারের পোশাকের ছবি হয়ে ওঠে 'বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাবমূর্তি'র বিরোধী, আর তিনি পদত্যাগে বাধ্য হলে বিশ্ববিদ্যালয় ভাবমূর্তি নষ্ট করার জন্যে ৯৯ কোটি টাকার ক্ষতিপূরণ দাবি করে মামলা হয় বলে সংবাদে প্রকাশ। তা হলে নতুন প্রযুক্তির আমলে একটি মানুষের আত্মপ্রকাশের স্বাধীনতা কী হবে, তা নিয়ে সংবিধান সংশোধন করতে হবে?

যৌন হেনস্থায় জামিন

যে কোনও যৌন অপরাধে মেয়েদেরই সব সময় কাঠগড়ায় দাঁড় করানো হয়, অভিযুক্তের শাস্তি তো অনেক পরের প্রশ্ন। মেয়েটি নিশ্চয়ই অপরাধ করার জন্যে আহ্বান জানিয়ে ইশারা করেছিল, 'খোলামেলা' পোশাক পরেছিল, বেশি রাতে একলা ছিল, মদ খেয়েছিল ইত্যাদি ইত্যাদি। যদি বা শেষ পর্যন্ত কোনও ঘটনায় অভিযোগ দায়ের করার সাহস কেউ জোগাড় করে উঠতে পারে, যৌন হেনস্থার ঘটনায় জামিনের বিষয়টি নিয়ে আদালত প্রায়শই প্রশ্নাতীত নয়, এমন রায় দিয়েছে। অভিযোগকারিণী অভিযোগ জানানোর সাহস পেল এবং অভিযুক্ত গ্রেপ্তার হল, সেই অভিযুক্ত জামিন পেয়ে অভিযোগকারিণীকে অভিযোগ প্রত্যাহার করার জন্যে চাপ দিচ্ছে, ভয় দেখাচ্ছে, এমনকী ক্ষেত্রবিশেষে প্রাণে মেরে ফেলছে, এ রকম ঘটনাও বিরল নয়। তার পরেও বিভিন্ন আদালত এই ধরনের মামলায় জামিন দেওয়ার সময়ে অদ্ভুত নরম মনোভাব নিয়েছে। কর্নাটক হাইকোর্ট এক অভিযোগকারিণীর আচরণে সন্দেহ প্রকাশ করে বলেছে, মেয়েটি কেন রাতে অফিসে গিয়েছিল, কেন মদ খেয়েছিল, এটা 'এক ভারতীয় নারীর আচরণের পরিপন্থী'। গুয়াহাটি আইআইটিতে এক ছাত্র ধর্ষণের অভিযোগে গ্রেপ্তার হলে গুয়াহাটি হাইকোর্ট জামিন দিয়ে বলে 'অভিযুক্ত আর অভিযোগকারিণী দু'জনেই মেধাবী এবং গুয়াহাটি আইআইটিতে প্রযুক্তি নিয়ে পড়ছে বলে তারা রাজ্যের ভবিষ্যৎ সম্পদ'। মধ্যপ্রদেশ হাইকোর্ট তো ধর্ষণে অভিযুক্তদের এ রকম শর্ত দিয়েছে যে অভিযুক্ত অভিযোগকারিণীর বাড়ি রাখি আর মিষ্টি নিয়ে যাবে। রাখি বেঁধে মিষ্টি খাইয়ে শপথ করে আসবে যে সে সারা জীবন তার সুরক্ষার দায়িত্ব নেবে। আর একটি অভিযোগে এই মধ্যপ্রদেশ হাইকোর্টই বলেছে ধর্ষণে অভিযুক্ত জামিন পাবে যদি সে সামাজিক কাজে যুক্ত হয়ে কোভিড-১৯ যোদ্ধা হিসাবে নিজের নাম নথিভুক্ত করিয়ে আসতে পারে।

> সরাসরি ধর্ষণের রায়ে ক্যানাডায় ২০০৬ সালে বিচারপতি রবার্ট ডিয়ার ধর্ষকদের মুক্তি দিলেন এই যুক্তিতে 'মেয়ে দু'টি কাঁধ খোলা পোশাক ও হাইহিল পরেছিল, কোনও অন্তর্বাস পরেনি, প্রচুর মেকাপ করেছিল'।

সুপ্রিম কোর্টের নিষেধ

বিভিন্ন সময়ে সুপ্রিম কোর্ট জামিনের এই ধরণের শর্ত আরোপ করতে বা এ রকম মন্তব্য করতে নিষেধ করেছে। আদালত বা বিচারকরা এমন কোনও ভাষা ব্যবহার করবেন না বা এমন যুক্তি দেবেন না যা অপরাধকে হালকা করে দেয় বা অভিযোগকারিণীর অভিজ্ঞতাকে গুরুত্বহীন করে দেয়। এই রকম একাধিক রায়ের মধ্যে সম্প্রতি অপর্ণা ভাট বনাম মধ্যপ্রদেশ সরকার (২০২১) মামলায় সুপ্রিম কোর্ট মন্তব্য করেছে যৌন হেনস্থার ঘটনায় অভিযোগকারিণীর আচরণ একেবারেই অপ্রাসঙ্গিক। আদালত এ রকম কোনও মন্তব্য করবে না যে মেয়েটি বহু পুরুষের সঙ্গে সম্পর্ক রাখে কিনা, ভারতীয় নারীসুলভ আচরণ করেছে কিনা ইত্যাদি। সুপ্রিম কোর্ট আরও বলেছে জামিনের এমন কোনও শর্ত আরোপ করা যাবে না যাতে অভিযোগ হালকা করা হয়েছে বলে মনে হয়, বা অভিযোগকারিণীর যে শারীরিক আর মানসিক ক্ষতি অভিযুক্ত করেছে, আদালতের কোনও মন্তব্য সেখানে দ্বিতীয়বার আঘাত করতে পারে। সুপ্রিম কোর্ট আদালত বা বিচারকদের তরফে এ ধরণের কাজকে সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ করেছে।

আর বিদেশে?

এই রায়ের পর বিদেশের সব খ্যাতনামা সংবাদপত্র সবাই লাফিয়ে পড়ল যে ভারতে মেয়েদের প্রতি এখনও বিচারব্যবস্থা এ রকম মানসিকতা পোষণ করে। কিন্তু পশ্চিমি দেশেও কি এ রকম বিচারক নেই নাকি? সেখানে জামিনের প্রশ্নে নয়, সরাসরি ধর্ষণের রায়ে ক্যানাডায় ২০০৬ সালে বিচারপতি রবার্ট ডিয়ার ধর্ষকদের মুক্তি দিলেন এই যুক্তিতে 'মেয়ে দু'টি কাঁধ খোলা পোশাক ও হাইহিল পরেছিল, কোনও অন্তর্বাস পরেনি, প্রচুর মেকাপ করেছিল'। সেটা গাড়ি থেকে নামিয়ে পাশের জঙ্গলে টেনে নিয়ে গিয়ে গণধর্ষণের যথেষ্ট যুক্তি! যারা জোর করে গাড়ি থামিয়ে টেনে নামিয়েছিল, তারা যেন দূর থেকেই মেয়ে দু'টির এই সব দেখতে পেয়েছিল বলেই গাড়ি থেকে টেনে নামিয়েছিল। আবার ২০১১ সালে পুলিশ অফিসার মাইকেল স্যাঙ্গুইনেত্তি কলেজের ছাত্রীদের পরামর্শ দেন, তারা যেন এমন পোশাক না পরে যাতে তাদের বারবনিতা (স্লাট) বলে মনে হয় এবং তারা সুরক্ষিত থাকবে। এই কথার প্রতিবাদে তার পর থেকেই বহু মেয়ে 'স্লাট-ওয়াকে' অংশ নেয়, তাদের প্রশ্ন— স্বল্প বসন যদি যৌন নিগ্রহের যুক্তি হয়, তা হলে এত শিশু কেন নিগ্রহের শিকার? তারা তো সবাই সঠিক পোশাকেই ছিল! মেয়েদের দোষারোপ করার এই ধারা দেখতে কোনও ভারতীয় সাধুকে খুঁজতে হবে না। ২০১২ সালে যৌন হিংসার ঘটনায় ইতালিতে ১১৮ জন মেয়ে নিহত হয়। তখন ক্যাথলিক যাজক পিয়ের করসি লেখেন: 'কতবার আমরা দেখি মেয়েরা ও পূর্ণবয়স্ক মহিলারা স্বল্পবাসে বা উত্তেজক পোশাকে ঘোরাফেরা করছে। তাদের উচিত নিজের বিবেককে প্রশ্ন করা— আমরা নিজেরাই কি এটা ডেকে এনেছি?'

আশার কথা

আশার কথা এটাই যে এই রায়ের পরে বিচারব্যবস্থা এতটাই প্রশ্নের সামনে পড়ে গেছে বলে কেরালা সরকার মনে করেছে যে স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে উল্লিখিত দু'টি ক্ষেত্রেই আগাম জামিনের রায়ের বিরুদ্ধে তারা কেরালা হাইকোর্টে আবেদন করে। তাতে আগাম জামিন রদ হয়েছে। তবে বয়সের কথা বিবেচনা করে সিভিক চন্দ্রনকে জেলে পোরা হয়নি, তাঁর চলাফেরার উপরে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়েছে। আপাতদৃষ্টিতে মেয়েদের প্রতি নানা সূচকে সদয় কেরালাতেও নারীবৈষম্যের শিকড় অনেক গভীরে। জিসার মতো দরিদ্র, তথাকথিত নিম্নবর্ণের আইনের ছাত্রীকে দিনমজুর মা কাজে গিয়েছেন বলে একা থাকার সুযোগে হিংস্র ভাবে ধর্ষণ করে হত্যা করা হয়, যাকে হিংস্রতার নিরিখে কেরালার 'নির্ভয়া' বলা হয়েছিল, পুলিশ দ''দিন বাদে এসে মৃতদেহ নিয়ে গিয়ে ময়নাতদন্তের ব্যবস্থা করে। কিংবা অতি সম্প্রতি পাদ্রি ফ্র্যাঙ্ক মুলাক্কলকে সন্ন্যাসিনী ধর্ষণের অভিযোগ থেকে অব্যাহতি দেওয়া হোল কারণ সন্ন্যাসিনী নাকি স্ববিরোধী সাক্ষ্য দিয়েছেন।

লেখক সমাজকর্মী ও অর্থনীতির শিক্ষক

ক্লাস শুরু হোক সময়সূচি অনুযায়ী

কলেজগুলিতে ভর্তির প্রক্রিয়ার মেয়াদ আরও বাড়ালে লাভের থেকে আখেরে ক্ষতিই বেশি। বর্তমান প্রেক্ষিতে এটি মেনে নেওয়া দরকার যে সব আসন পূর্ণ হবে না। লিখছেন **সন্দীপ কুমার পাল**

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের উচ্চশিক্ষা দপ্তরের প্রকাশিত সময়সূচি মেনে চলছে ২০২২-২৩ শিক্ষাবর্ষে স্নাতক স্তরে ভর্তির প্রক্রিয়া। ১৮ জুলাই ২০২২ থেকে ৫ অগস্ট পর্যন্ত ছিল অনলাইনে কলেজে ভর্তির আবেদন করার সময়। এবারেও আবেদন করার জন্য কোনও ফি দিতে হয়নি আর একজন ছাত্র বা ছাত্রীর যত জায়গায় খুশি আবেদন করার স্বাধীনতাও ছিল। ফলে বহু পড়ুয়াই একাধিক জায়গায় ভর্তির আবেদন করে রেখেছে। স্বাভাবিক ভাবেই কলেজের ভর্তির আবেদন অনেক বেশিই আসার কথা। কিন্তু এ বছর মেরিট লিস্ট বা মেধাতালিকা বানাতে গিয়ে দেখা যাচ্ছে যে ভর্তির আবেদনের সংখ্যা গত দু'বছরের তুলনায় বেশ কম। আবার একই পড়ুয়া একই কলেজে বারে বারে আবেদন করছে, এই প্রবণতাও দেখা যাচ্ছে। একজন যদি একটা কলেজে দশবার অ্যাপ্লাই করে, তা হলে প্রতিবারই তার একটা করে আইডি নম্বর সৃষ্টি হবে, ফলে তার নাম কলেজের মেরিট লিস্টে দশবারই আসবে। এ ভাবে কোনও আর্থিক বা আইনগত বিধিনিষেধ না থাকায় একই পড়ুয়ার নাম একাধিক কলেজের মেধাতালিকায় একাধিক বার করে আছে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সে ভর্তি হবে এবং রেজিস্ট্রেশন করাবে একটি মাত্র কলেজে। আশঙ্কা এখানেই যে সব কলেজের সব আসন ভর্তি হবে না।

সাম্প্রতিক অতীতে এমন পরিস্থিতিতে সব কলেজের সব আসন ভর্তির জন্য বারে বারে ভর্তির পোর্টাল খুলে নতুন করে আবেদন চাওয়া হয়েছিল। কিন্তু তাতে দেখা গেছে যে নতুন করে পড়ুয়া বিশেষ ভর্তি হয় না বরং ভর্তি-হওয়া ছাত্ররাই তখন কাট-অফ মার্কস কমে যাওয়ার সুবাদে এক কলেজ থেকে অন্য কলেজে যাতায়াত করতে থাকে। আর তাতে কলেজের নৈমিত্তিক পড়াশোনার কাজও ভীষণ ভাবে ব্যাহত হয়। এ বছর এমনিতেই প্রথম সেমিস্টারের ক্লাস শুরুর দিন রাখা হয়েছে ১৯ সেপ্টেম্বর, অন্য বছরের থেকে প্রায় এক মাস পিছিয়ে। প্রথম সেমিস্টারের পরীক্ষা হবে ২০২৩ সালের জানুয়ারিতে। আবার এর মাঝে আছে পুজোর ছুটি। উক্ত সরকারি নির্দেশিকায় এ বছর ভর্তি প্রক্রিয়া সমাপ্তির যে দিন রাখা হয়েছে অর্থাৎ কিনা ১৫ সেপ্টেম্বর, তা আর বাড়ানো অনুচিত।

২০২২ সালে উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার ফল বেরিয়েছিল ১০ জুন তারিখে। সিবিএসই এবং আইএসসি পরীক্ষার ফল প্রকাশ হয়েছিল বেশ ক'দিন পরে। আর ভর্তির পোর্টাল খোলা ছিল ১৮ জুলাই থেকে ৫ অগস্ট পর্যন্ত। এই দীর্ঘ সময়ে ছেলেমেয়েরা নিশ্চয়ই তাদের নিজেদের কেরিয়ার সম্বন্ধে যথেষ্ট ভাবনা-চিন্তা বা আলাপ-আলোচনা করেয়েই ভর্তি সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত নিয়েছে। আবার পোর্টাল খুলে ভর্তির সময় বাড়ালে সেই সিদ্ধান্তে যতটা কার্যকরী পরিবর্তন হবে, তার থেকে পড়াশোনার ক্ষতি হবে অনেক বেশি।

আগে স্নাতক স্তরে আসন কম ছিল। তখন কলেজও ছিল কম। কলেজে আসনও ছিল কম। আর অন্য পড়াশোনার সুযোগও বিশেষ ছিল না। পরে কলেজ বেড়েছে, সিটও বেড়েছে আর বিকল্প পড়াশোনার সুযোগ তো সময়ের সঙ্গে সঙ্গে রোজই বাড়ছে। সাম্প্রতিক কালে বিশেষত বিশ্বায়নের পর থেকে ভারতে উচ্চশিক্ষার গঠন, কাঠামো, পরিধি, পছন্দ, সবই গেছে বদলে। গতানুগতিক প্রথাগত শিক্ষার তুলনায় আজ কারিগরি শিক্ষার রমরমা অনেক বেশি। শিক্ষা আজ শুধুমাত্র জ্ঞানের অন্বেষণ নয়, অন্নের এবং অর্থের সংস্থানও। এখন ভাষা, সাহিত্য, ইতিহাস, অর্থনীতি, দর্শন ইত্যাদির তুলনায় অনেক বেশি পছন্দের জায়গা ডাক্তারি, ইঞ্জিনিয়ারিং, আইন, ম্যানেজমেন্ট বা কারিগরি বিষয় নিয়ে পড়াশোনা। তাতে শিক্ষা লাভের সঙ্গে সঙ্গে ভবিষ্যতে অর্থ লাভেরও বন্দোবস্ত হয় বইকি! এ ছাড়া বিগত বছরগুলিতে দেশে প্রচুর সংখ্যায় কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়, ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ ও বিজনেস স্কুল তৈরি হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গে এখন ৫৮টি বিশ্ববিদ্যালয়, সরকারি এবং সরকার পোষিত কলেজ পাঁচশোর বেশি। ডব্লুবিইউটি-র অধীনস্থ কলেজ আছে ১৬২টি। আছে বিভিন্ন পেশার উপযোগী করে তোলার জন্য নানা ধরনের কারিগরি এবং বৃত্তিমূলক শিক্ষা ব্যবস্থা, আইটিআই ডিপ্লোমা কোর্স। কোথাও মাত্র ছয় থেকে নয় মাসে, কোথাও বা দুই থেকে তিন বছরে হাতে কলমে কাজ শিখে মধ্যমেধার ছেলেমেয়েরাও চাকরি পেতে পারে বা স্বনির্ভর হতে পারে। এই জাতীয় কোনও কোনও কোর্সের সঙ্গে ভালো প্রতিষ্ঠানে ইন্টার্নশিপ-এরও ব্যবস্থা থাকে। কাজেই ১২ ক্লাস পাস করার পর পড়ুয়ারা যে বিএ/বিএসসি বা বি কম-ই পড়বে, তা নয়। তারা অন্য অনেক কিছু পড়তে পারে, নাও পড়তে পারে, চাকরির দিকেও যেতে পারে বা অন্য কিছু করতে পারে।

কৌশিক রায়

কথা হচ্ছিল জনৈক শিক্ষাবিদের সঙ্গে। তিনিও বললেন, এখনকার ছাত্র-ছাত্রীদের কাছে চাকরিটাই মুখ্য আর তাই অনেকেই আর স্নাতক স্তরে ভর্তি না হয়ে সরকারি অনুদানপুষ্ট প্রধানমন্ত্রী কৌশল বিকাশ যোজনা, দীনদয়াল উপাধ্যায় জি কে বি, পশ্চিমবঙ্গ সোসাইটি ফর স্কিল ডেভেলপমেন্ট ইত্যাদির মাধ্যমে হাতে-কলমে কাজ শিখে মোটামুটি একটা রোজগারের পথ বেছে নিচ্ছে। আর এক শিক্ষাবিদের মতে উচ্চশিক্ষার ভাবনায় বদল আনতে হবে। এখনকার ছাত্ররা ভবিষ্যতের চিন্তা নিয়ে আসে। বেশির ভাগ কলেজে কেরিয়ার কাউন্সেলিং হয় না। এটা অবশ্যই করতে হবে।

অতএব আমরা যদি এখনও বসে থাকি এই ভেবে যে কলেজগুলির সব আসন পূর্ণ হবে তা হলে মহা ভুল হবে। দ্ব্যর্থহীন ভাবে বলে দেওয়া যায় যে সব কলেজের সব সিট পূর্ণ হবে না। কাজেই যে ছাত্র-ছাত্রীরা ২০২২-২৩ শিক্ষাবর্ষের প্রথম সেমিস্টারে ১৫ই সেপ্টেম্বরের মধ্যে ভর্তি হবে, তাদের নিয়েই ক্লাস শুরু করে দিতে হবে। আর তা ১৯ সেপ্টেম্বরেই। আর দেরি নয়।

লেখক সিটি কলেজ অফ কমার্স বিজনেস অ্যাডমিনিস্ট্রেশন-এর অধ্যক্ষ

প্র তি স ম্পা দ ক

বিবিসিএল

মানুষকে ভিখিরি বলাটা কি ঠিক

'দান', 'ভিক্ষা', 'ভিক্ষুক' শব্দগুলি এই মুহূর্তে বঙ্গীয় রাজনীতির বহুচর্চিত বিষয়। বিস্তারিত আলোচনার আগে শব্দগুলির প্রকৃতি দেখা যাক। দান মানে 'দেওয়া', তা কোনও শর্তসাপেক্ষ নয়। দান যেমন দাতার ইচ্ছানির্ভর, তেমনই গ্রহণও গ্রহীতার মর্জিনির্ভর। গ্রহীতার দৃষ্টিভঙ্গি, মানসিকতা, সর্বোপরি তার সামাজিক অবস্থানের উপর নির্ভর করে দানের সাফল্য। 'ভিক্ষা' ও 'ভিক্ষুক' শব্দযুগলও বহুল ব্যবহৃত।

বর্তমান রাজ্য সরকারের অনুদান-নির্ভর কাজকর্মের সমালোচনা করে শব্দগুলি প্রয়োগ করছে বিরোধী পক্ষ। বিরোধীপক্ষের বক্তব্য, দান-খয়রাতি মূলক কাজের মধ্যে দিয়ে সরকার জনগণকে ভিক্ষুকে পরিণত করছে। সরকার পক্ষের কর্মসূচির সমালোচনা গণতন্ত্রের অন্যতম অঙ্গ। বিরোধীপক্ষের সুচিন্তিত সমালোচনায় যেমন গণতন্ত্রের ভিত সুদৃঢ় হয়, তেমনই আবার শুধুমাত্র বিরোধীতার জন্য বিরোধিতায় রাজনীতির দীনতাই প্রকাশ পায়।রাজনৈতিক প্রতিপক্ষকে আক্রমণের মধ্যে দিয়ে জনগণের আবেগে আঘাত না করা যে কোনও রাজনৈতিক দলের কর্তব্য ।

মনে রাখা ভালো রাজনৈতিক দলের প্রত্যেকটি উন্নয়নের কর্মসূচিই আদতে রাজনৈতিক প্রকল্প। দু'ধরনের উন্নয়নের ধারা এখন বহমান। এক উন্নয়নে সেনসেক্সের দুরন্ত উল্লম্ফন, শপিং মলের নিত্য প্রসারণ, ঝাঁ চকচকে হাইওয়ে। এই উন্নয়ন-পথের পরিসর বিস্তৃত ও বিবিধ এবং বহুলাংশেই কর্পোরেট নির্ধারিত। আর এক উন্নয়নে আছে দরিদ্র মানুষের মুখে অন্নদান, জনগণের হাতে সরাসরি নগদ টাকা তুলে দেওয়া ইত্যাদি ইত্যাদি। উভয় ধারার মধ্যেই আছে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য, নিজ নিজ দলের আধিপত্য বিস্তারের প্রয়াস। রাজনৈতিক দলগুলি অনেক ভেবে চিন্তেই নিজ নিজ ভাবনা অনুযায়ী দলের প্রসার ও বিকাশে এমন প্রকল্প গ্রহণ করছে, যা ভোটবাক্সের সহায়ক শক্তি হিসেবে চিহ্নিত। বর্তমান সরকারের প্রতিটি প্রকল্পের মধ্যে আছে জনগণের থেকে প্রত্যাশা। দানে কোনও প্রত্যাশা বা প্রাপ্তির অবকাশ থাকে না। গণতন্ত্রের মহাযজ্ঞে কেউই দয়ার ভিখারি নয়। সরকারি প্রকল্পে মানুষ ভিক্ষুকে পরিণত হচ্ছে বললে জনগণকেই অপমান করা হয়।

বিশ্বজিৎ সরকার, বালী দুর্গাপুর, হাওড়া